



2016







# সর্কার্থ সংগ্ৰহ ।

বিভিন্ন রমণীয় উপাখ্যান এবং সাহিত্যিক বিজ্ঞান নীতি  
ও শিল্পশিল্প বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গাত্মক সাময়িক পত্র ।

১ম সংখ্যা ।

কেন্দ্রগ্রামি, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দ ।

১ম ভাগ ।

## সম্পাদকীয় উক্তি ।

আমরা পূর্বে এই পত্র বিজ্ঞাপনে যে  
সম্পাদন করিয়াছিলাম কহিয়া বন্ধুর পরামর্শে  
তাঁহা পরিবর্তন করিলাম । এখনও বাক্যমাত্র  
একটু বিবরণে বসবোধ হইবে এমন সাধারণ  
কোন প্রকারে হইতে পারেনা । এই সাময়িক  
পত্রের প্রধান সম্পাদক আমাদিগের এইমাত্র  
মনস্ক ছিল যে কেবল প্রসিদ্ধ ও রমণীয় উপা-  
খ্যানাদি সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ করি যাঁহা নামে  
প্রকাশ করিব, কিন্তু এই এগালী অনেকের  
মনোনীত নহে । ব্যস্তাবক ইহাতে বিশেষ  
আপত্তি হইতে পারে, তন্মধ্যে প্রধান এই  
যে, কেবল উপন্যাসের কিয়দংশ পাঠ করি-  
লা অনেকের মস্তিষ্ক হইতে পারেন, দ্বিতী-  
য়তঃ সাময়িক পত্রে শুদ্ধ একটুকু ইহা  
উপাখ্যান মাত্র থাকিলে তাহা যেন এক  
প্রকার অসম্পূর্ণ বোধ হয় । এই সকল আপত্তি  
ভগ্নমার্গে এই পত্রিকাতে বিবিধ প্রসঙ্গ সরি-  
বেশ করা হইয়া করিলাম । বিলাতে গিভার  
আগার কি ক্রান্সেলস ফেমিলি পেপার প্রভৃ-  
তি যে সকল পত্রিকা আছে ইহা ও প্রায়  
উল্লেখ্য হইবেক । ইহাতে সাহিত্য নীতি  
বিজ্ঞান ও শিল্প শাস্ত্র বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ

প্রতি বৎসরে থাকিবেক এবং সংকলিত কাব্য  
নামক প্রভৃতি অনুবাদ ও বাঙ্গাল কাব্য  
সময়ে সময়ে প্রকাশ করা হইবেক । বাঙ্গাল  
লিখায় আমাদিগের এ দেশে এ প্রকার পত্র  
এখনও এমত প্রচলিত অনেকের মনোমত  
হইতে পারে ।

এই পত্রখানি লাহোর মজরা নামে  
প্রকাশ করিবার সম্পাদক করিয়াছিলাম, কিন্তু  
উপরোক্ত কারণে সেই নাম পরিবর্তন করা  
গেল ।

## প্রকাশ্যে ও বলিব না ।

প্রকাশ্যে ও বলিব না ।

ইংলণ্ডের করণওয়াল প্রদেশের পশ্চিম ষাণ্ডে  
সমুদ্রতীরে ১৫৫৫ সন্থা অষ্ট্রোম্যাপোলিগ আবাস-  
বাণী ছিল, তথায় এক দিন দুইটি প্রচুরমতে  
দুইটি ভূত্ব বহুমান্য লোক সিয়া কথোপকথন করি  
তেছিল । তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি নিজস্ব  
কর্মচারি ভোসেককে কহিল, কি বোধ কর কত্রী এদা  
রাত্রি পর্যন্ত কি জীবিত থাকিবেন একবার কত্রী

প্রতি দৃষ্টি কর দেখি ? সে উত্তর করিল, তুমি প্রথম  
বাছিয়া ১০ মিনিট হইয়াছে, এক প্রকার রাত্রি  
কাটাছিয়াছেন বলিলে হয় ।

তৃতীয় এই প্রকারে কথা কহিতে এস এক-  
বার তাঁর প্রতি দৃষ্টি করিতেছিল এবং মনে  
কথা বন্দ পাড়ে কেই শুনিতো পায় এই আশঙ্কা  
সব জনে মুগ্ধ করিয়া বাক্য নিঃসরণ করিতেছিল ।  
ইহারা কাশ্বেম টি বরটন নামক একজন ধনাঢ্য  
নাবিক কর্মচারির সেবক ।

তৎপরে ভেঁটে যে সে বলিল, তুমি কীতে এই অ-  
স্বাভাবিক রাত্রিতে আগরিত থাকিয়া ঘণ্টা গণন করা  
বড় বিষম দায় । কনিষ্ঠজন অতি মৃদুস্বরে জি-  
জ্ঞাসিল, তুমি তুমি ত শুনিতো পাট বালাকান্দার  
এই স্থানে ঢাকরি করিতেছিলে ? জ্যেষ্ঠ-ভৃত্য  
মস্তকানুগে হইয়া বলিল, তোমাকে একথা কে  
বোলে ?

যাচী হউক ডাউ ও সকল কথাই অব প্রয়োজন  
মাই । এই বলিয়া জ্যেষ্ঠ নামক কনিষ্ঠ ভৃত্য ত্বরিত  
গিঞ্জোপান করিল, সেই সময়ে একটা ঘণ্টার শব্দ  
শ্রবিত হইল । সে তখন জিজ্ঞাসিল, আমাদের কাহা-  
কে ডাকিতেছে না কি ? জ্যেষ্ঠ উত্তর করিল, এক-  
নিম্ন এবাটীতে রহিয়াছ, ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া কাহাকে  
ডাকিতেছে তাহাও অনুভব করিতে পার না, কতী  
শ্রীর পরিচারিকা সাহা-লিনসকে ডাকিতেছেন, শীঘ্র  
হাইয়া ডাককে ডাকিয়া দেও । জ্যেষ্ঠ তখন  
একটা প্রজ্জ্বলিত কলিকা হস্তে ধারণ করিয়া দ্বার  
উন্মোচন করিল, যাহাতে সম্মুখে একটা ভিত্তির  
পাত্রে সারিত করেকটা ঘণ্টা ঝুলিতেছে তাহাতে তা-  
হান দৃষ্টি পড়িল, নিকটে গিয়া দেখিল প্রত্যেক  
ঘণ্টার উপর পাহারার এতৌক ভৃত্যের আখ্যা-  
দ্বিগুণ দিয়া নাম আঁকিত হইয়াছে । তখন শীঘ্র যে  
ঘণ্টা দোলায়মান হইতেছিল তাহার উপরে দেখা  
পড়িয়া দেখিল, “কনিষ্ঠ পরিচারিকা” এই কয়েকটা  
শব্দ আঁকিত আছে । এই দেখিয়া সবরে পা-  
দেবের হাতের দ্বারা ল, হস্তধাতে দ্বার

উন্মোচন হইয়া গেল, দেখিলেন, বৃহৎ অন্ধকার,  
জনমস্থান নাই । এই কথা সহকর্মচারিকে জ্ঞাত  
করাতে সে বলিল, তবে বৃক্ষি সারা আপন শরনা-  
গারে গায়ে তথায় হাইয়া তাহাকে ডাকিয়া  
দেও । এই কথা বলিতেই আবার ঘণ্টার শব্দ হই-  
ল । জ্যেষ্ঠ এক লক্ষ্যে তিন খান্ন গোপান অতি-  
ক্রম করিয়া সারার শরনাগারে গিয়া তাহার নামো-  
চ্চারণ করিয়া ডাকিল । অতি নম্র কোমলস্বরে  
একটা স্ত্রীলোক উত্তর দিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কেণা” ।  
জ্যেষ্ঠ কত্রীর আদেশ জ্ঞাপন করিবামাত্র সারা  
বস্ত্রিকা হস্তে করিয়া দ্বার উন্মোচন করত জ্যেষ্ঠ-  
কের সম্মুখে দণ্ডা, বসি হইলেন । সারা স্ববসকে  
দীর্ঘাক্ষরিত পূর্বা নহে, যুবতীও নহে । অতি  
ডাক স্বভাব দ্বিত্ব প্রথম দৃশ্যে অস্থির চিত্তাবিষ্ট  
জ্ঞান হয় । বড় মানুষের বাটার পরিচারিকাদিগের  
যেকপ বেশ ভূষণ তাহার কিছুমাত্র নাই, পরিচ্ছদ  
যে পর্যন্ত অকৃত্রিম ও সামান্য হইতে পারে তাহাই  
তিনি সচরাচর পরিধান করিয়া থাকিতেন । ইহার  
তরুণ এই, কিন্তু এমন একটা তাহার অপূর্ণ বা-  
হ্যিক দৃশ্য ছিল যে তাহাকে দেখিবামাত্র সকলেরই  
বুত্বহল উন্নয় হয় । তিনি কে, পূর্বে কেমনা জি-  
জ্ঞাসন এই কয়েক বিষয়ের অল্পসন্ধান না করিয়া কে-  
হই জ্ঞাত থাকিতে পারিতেন না । কিন্তু সারার  
স্বভাব একরকম গভীর, অকৃত্রিম, এত শুধ যে তাহার  
মুখ বিনিগত আশ্রয় পরিচয় কেই পান নাই । কিন্তু  
তাহার মূলমন্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে সকলেরই  
এই দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে এক কারণে তিনি বিষম যত্ন  
ভোগ করিয়া থাকিবেন, না হইলে এত নিঃশঙ্ক হ-  
ইবেন কেন । যদি এক বিমর্ষিতাচারও মনেই না  
হইতে পারে, কিন্তু কোনো কোনো প্রকৃত জিজ্ঞাসিত  
কোন ও স্বাভাবিক বহু তাহার একটা অঙ্গন হইয়া-  
ছিল তাহা কখনোও নির্ণয় করিয়া উঠা যায়  
না । যে কারণে হউক কিন্তু যে এককালে অনি-  
র্দমনীয় রোগ ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাহার  
সকল তাহার সর্বদা স্মরণীয় ছিল । তিনি  
যুবতী ছিলেন, এই কথা, কিন্তু যখনও

অবশেষে এই স্বার্থপর্যায় বৈধিগত উদ্ভাবন যে ঘোর সামর্থ্যকাল অতিবাহিত হয় নাই তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ জাঙ্গল্যমান ছিল। কপোল বিবর্ণ ও শুক, ওষ্ঠদ্বয় অস্বস্তি পাণ্ডুবর্ণ, চক্ষু অতি মনোহর পদ্ম সজ্জিত পাভায় অচ্ছাদিত শুখাশি নিশ্চেষ্ট, দৃশ্যে চকিত-হরিণীর ন্যায় অতি সম্বন্ধিত। একপ মলিনতা ও আকারের দৃশ্য বিষম যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলে সকলেরই হইয়া থাকে। কিন্তু ত্রিংশৎ বৎসরের অধিক বার্দ্ধ্য বয়ঃক্রম নহে, তাহার যে এই প্রকার সমস্ত কেশ খল হওয়া অতি বিস্ময়। ইহার মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ বটে, কিন্তু ক্রীড়াপি লোলিত নাস দৃশ্য ইষ্টজী, চক্ষু নিশ্চেষ্ট কিন্তু রসপূর্ণ, ললাটের চন্দ্র শিশুদিগের ন্যায় কোমল ও মৃদু। এই সকল চিহ্ন যখন বেশের বর্ণের সহিত মিলন করিয়া অনুভব করা যায় তখন সহজেই চমকিত হইতে হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে বয়সাদিগের ন্যায় কেশের স্বল্পতা কিছুমাত্র ছিল না—মস্তক একেবারে সর্বাচ্ছাদিত। যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা কেবল এই সকল লক্ষণ দেখিয়া মনে আপনাপনি বিস্ময়াপন্ন হইতেন তদ্বিষয়ে বেদনা দায়ক কোন প্রশ্ন কখন কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন না, কিন্তু সারাব সচ কর্মচারিরা স্বভাবত অজ্ঞ, তাহাদিগের কৌতুহল নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। সারার শরীরের ত এই সকল লক্ষণ ছিল, আবার অধিকন্তু তাহার আপনাপনি কথা কওয়া একটা অভ্যাস ছিল। দাস দাসীরা এই সকল লইয়া আপনাপনি সর্বদা কান্যকানি করিত, এক সময়ে পরিহাসও করিত, কিন্তু কত্রীর ভয়ে স্পষ্ট কোন কথা ব্যক্ত করিতে পারিত না। কত্রী আপন স্বামী অথবা ভ্রাতৃবর্ণ পর্যন্ত সকলকে নিষেধ করিয়াছিলেন, সারাকে আপনাপনি কথা কওন বিষয়ে কিবা তাহার কেশের মনোহর বিষয়ে কেহ কেন তাহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করেন যেহেতু তাহাতে তাহার সমস্ত মনোভাব হয়।

সারা কখনো কখনো হইয়া যুকের ন্যায় ভূতের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, বস্তিকার আলোক সর্বদা লালিত্বাচ্ছন্ন তাঁহার মুখের চক্ষুদ্বয় ও মস্ত-

কেশেরি পোতবর্ণ কেশ রানি জাঙ্গল্যমান হইল। নির্ঝাকো দুর্ভক্তকমাত্র এইরূপে দণ্ডায়মান রহিলেন, বস্তিকা-ধৃত-হস্ত কম্পিত হইতে আরম্ভিত। তৎপরেই তাঁহাকে ডাকিয়া দিয়াছিল বজিরা ভূত। এক ক্রতজরতার সহিত নমস্কার করত গমনোন্মত্ত হইলেন। স্বভাবতঃ মূঢ়তাব, কথা শুনিব আরো মধুর ভ্রান্ত হইল। গৃহের সমস্ত ভূত বর্ণেই সারাকে প্রতি দীক্ষিত ছিল, কিন্তু সে রাতে তাহার ভাব ভঙ্গিমা দেখিয়া জোসেফের মনে করণার সঙ্কল্প হইল, যে সারার হস্তে বস্তিকা ধরিয়া বলিল, চল আমি তোমাকে কত্রীর গৃহের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিয়া দেই। সারা তটস্থ হইয়া মস্তক নাড়িয়া সহজে আপনি চলিয়া গেলেন। সারা এবং জোসেফ যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কথা কহিতে ছিলেন তাহাবই নিষেধ প্রকোষ্ঠে গৃহিণীর শয়নাগার। সারা দূরদেশে সম্বন্ধচিহ্নে কখনকাল দণ্ডায়মান রহিলেন, তৎপরে অতি মৃদু শব্দ করিয়া দ্বারে বসি রেক দুইবার স্তম্ভাঘাত করিলেন, কাপ্তেন ট্রুবটন আপনি দ্বার উন্মোচন করিয়া দিলেন। সারা তাঁহাকে দেখিযাত্রা চমকিত হইয়া ভবে দর্শনাত পশ্চাতে সন্নিহিত গেলেন। কোন ছুনি বার ভয়ঙ্কর বৃষ্টি যদি তাহাকে প্রত্যাবোধ্য হইত বোধ হয় তাহাতে সারার এত ভয় হইত না। কিন্তু কি চমৎকার ট্রুবটন সাহেবকে দেখিয়া তাঁহা হইতে কাচারও মন্দ হইবার সপ্রাধান বোধ কখনই হইত না, কি তিনি যে কাহাকে কটু কাটব্য বলিবেন এমন কেহ অনুভব করিতে পারিতেন না—তাঁহার মুখ-মণ্ডলে দয়া ও করুণার ভাব সর্বত্র আকারে চিত্রিত ছিল, তিনি স্বভাবতঃ অতি সরল ও অকপট, দ্বার উন্মোচন কালীন তাঁহার চক্ষু অজ্ঞ দ্বারা বহিতে ছিল। সারাকে দেখিয়া কহিলেন, আইস তোমার কত্রী কেবল তোমারই আশ্রয় করিতেছেন, আমি একগে ঘাই, যদি চিকিৎসকের আশঙ্কায় হয় আমাকে সংবাদ দিও। সারা গৃহ মধ্যে প্রবেশ না করিয়া তাহার আত্ম গমন কালীন তাঁহার দিকে অনিমিষ লোচনে দৃষ্টি করিয়া রহিলেন। একে স্বকা-



বাক্য-পাণ্ডুর, তখন আবার তাহার মুখের বর্ণ এ-  
 কেবারে যমুদ্রাধিরের ন্যায় হইয়াছিল, আর সন্ধিক  
 ব্যক্তিগণ ন্যায় ক্রমশঃ বুঝমান করিতেছিলেন এবং  
 আপনাপনি বলিতেছিলেন “এমন কি হবে, কতী  
 কি সকল কথা বাক্য করিয়াছেন”। প্রভু অদৃশ্য  
 হইবার পর আশ্চর্য বোধের গুহের দ্বারে আগমন  
 করিলেন এবং কণেক সপ্তাহমান হইয়া শুনিলেন  
 গৃহ হইতে কোন কথা শ্রুত হয় কি না। আর  
 উদ্ঘাটন করিয়া তদুপরি দৃষ্টকাল লক্ষ হইয়া গি-  
 লেন, তৎপরে পদাঙ্ক গিয়া প্রত্যেক দিবা পদ নি-  
 ক্ষেপ করত গৃহ প্রবেশ করিলেন। গৃহিনীর শয়-  
 নাগারের গঠন ও সজ্জা প্রাচীন পদ্ধতিমতে ছিল,  
 তাহা বাণীর পশ্চিমভাগে স্থাপিত হওয়াতে তথ  
 হইতে সমুদ্র স্পষ্ট দৃশ্যমান হইত, ঘরের এক  
 পার্শ্বে একটি দীপ প্রজ্জ্বলিত ছিল, কিন্তু তদ্বারা  
 পরিষ্কার আলোক হয় নাই তাহাতে কেবল গৃহের  
 অন্ধকারময় স্থান সকল বিশেষরূপে নির্ণয় হইতে-  
 ছিল। দীপ শিখা অতি মৃদুভাবে জ্বলিতেছিল ত-  
 দ্বারা ক্ষুদ্র সামগ্রী কিছুদূর দৃশ্যমান না হইয়া কেবল  
 রহস্যকার দপন ও বসন ভূষণ সকলের কাটাধার  
 সকল প্রত্যক্ষ হইতেছিল, একটি গবাক উদ্ঘাটিত  
 ছিল তদ্বারা কেবল বাবুকামর-তটে সাগর তরঙ্গের  
 প্রতিঘাত জনিত কল্লোল শ্রুত হইতেছিল। বহি-  
 দেশের আর কোন শব্দ তখন শ্রুতিগোচর হইতে  
 ছিল না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ ও জনশূন্য। গৃহ মধ্যে  
 কেবল রৌদ্রীর ঘাতনার শব্দ প্রবাহের শব্দ এক  
 একবার আতিপথ্যক হইতে ছিল। সারা শস্যার  
 পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কতীকে সন্ধান করিয়া  
 কহিলেন, প্রভু এইমাত্র গেলেন, এবং আমা-  
 কে এখানে অবস্থিতি করিতে আদেশ করিলেন,  
 আপনাব্য এক্ষণে যাহা অভিপ্রেতি হয় বলুন,—“ওরে  
 আরো আজ্ঞা কর” কেবল এই কয়েকটি কথা শ্রুত  
 হইল। সারা ক্রম্পিত হস্তে দুইটি বস্তিকা জালিয়া  
 শস্যার পার্শ্বে একটি কাটাধারে স্থাপিত করিয়া  
 চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন এবং কণেক  
 পরে মোসারি তুলিয়া ধরিলেন।

সারা-লিঙ্গের কতী বিবর প্রোগ্রাম হইয়াছি-  
 লেন, কিন্তু সেই প্রকার প্রোগ্রাম প্রোগ্রামীলোকদের  
 হইয়া থাকে, সে রোগের একটি চরমকাল লক্ষণ এই  
 যে অন্ধরে ক্রমে ক্রম করিয়া আসে, বাহ্য দৃশ্যে কিছুই  
 প্রত্যক্ষ হয় না। প্রবর্তন সাহেবের নারীকে তৎকালে  
 দেখিয়া কহিলেন এমন বিশ্বাস হইত না যে তাহার  
 আরোগ্যের উপায় নাই। সুস্থকার্য্য তাবত লক্ষণ-  
 ই ছিল, তবে কিঞ্চিৎ তুর্কল ও কৃষা। সামান্য পীড়া-  
 প্রস্তের পর আরোগ্য কালীন রূপ দেখায় তাহাকে  
 ও তরুণ দেখাইতেছিল। বাহারা পীড়ার প্রথম স-  
 ক্ষারাবধি সেবা করিতেছিলেন, তাহাদিগের মনে এ-  
 কবারও ভ্রমে জ্ঞান হয় নাই যে তাহাকে কৃতান্ত এক  
 কালীন-শাস করিয়া বসিয়াছে। মোসারি উদ্ঘাটিত  
 হইবামাত্র কতী ইঙ্গিত করিয়া কতকগুলি নাটক ও  
 কাব্য গ্রন্থ শস্যার ছিল তাহা ন্যাবে স্থানান্তর ক-  
 রিতে আদেশ করিলেন। সংস্কারের এমন গুণ  
 যে সহজে দৃঢ় অভ্যাস এককালে ত্যাগ করা যায়  
 না। ভূতেরা আপনাপনি যাহা বলিতে ছিল সে  
 কথা অমূলক নহে। তিনি এককালে নাট্য সম্প্রদায়ে  
 ছিলেন এবং প্রত্যঙ্গ বণত নাট্যশালায় ব্যবহা-  
 রোপযোগী নাটক গ্রন্থ সর্মদাই পাঠ্য করিতেন।

গৃহিনী স্বভাবতঃ অতি উগ্র ছিলেন, নম্রভাবে  
 কখন কাহাকে কোন কথা বলিতে পারিতেন না,  
 তৃত্যবর্গ ও পরিজনেরা তাহাকে কৃতান্তসম ভয়  
 করিত। তখন যদিও যমুদ্রা আর তথ্যপি রোব-  
 পূর্ণ করে সবলে আত্মা দিতে ছিলেন। সারা উক্ত  
 প্রস্তর স্থানান্তর করিলে পর গৃহিনী পুনরায় ইঙ্গি-  
 ত দ্বারা দেখাইলেন যেন আর একটি আজ্ঞা পালন  
 করিতে বাকী আছে। অবশেষে কহিলেন, আর  
 অবরুদ্ধ কর—জনমগ্রন্থ কাহাকেও আমার আজ্ঞা  
 তির আসিতে দিও না—চিকিৎসক কি তোমার  
 প্রভু পর্যন্ত নহে। সারা অবাক হইয়া গৃহিনীর  
 আজ্ঞা পুনরুচ্চারণ করিয়া কহিলেন, “সে কি? কতী-  
 কেও নহে, বৈদ্যকেও নহে।” “না কাহাকেও নহে”।  
 এবং পুনরায় অঙ্গুলি-দ্বারা আর সন্ধান করিয়া  
 একনি বন্ধ কর। সারা আশ্চর্য্য আর অবরুদ্ধ কর

লেন এবং তৎপরে শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া গৃহিণীর মুখ প্রতি এক চুপে চাহিয়া রহিলেন। কনকালপর অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতীকে কি সকল বলিয়াছেন?—না, “এখনও কিছু বলি নাই,—বলিবার জন্য তাঁহাকে ডাকাইয়াছিলাম, কিন্তু ভ্রম-বলভকে এমন নিদারুণ কথা বা কি প্রকার বলি, যাহা হউক ছেলেটার কথা না কহিলে সকলই বলিভাম”। সারা ভয়ে ও বিষাদে এতদূর পলাতন অভিভূত হইয়াছিলেন যে কতীর নিকটে আছেন কি আব কোথায় আছেন তাঁহার তখন স্মরণ ছিল না। এককালে শোকে মগ্ন হইয়া বিলাপ করিতেই সম্মুখ আসনে উপবিষ্ট হইলেন, এবং ভুই করপলব দ্বারা মথাম্বাদন করিয়া কাতরে কহিতে লাগিলেন, “আহা! কি হবে গো কি হবে”। ট্রিভটনের গৃহিণী প্রায় এক কথাকহিয়া বাতনার এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, শ্রমীর কথা কহিতে, গদগদ চিত্ত ও অ-স্বপূর্ণ নয়ন হইল, অবশেষে পরিচারিকার প্রতি লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমার ঔষধ দেখাত”। সারা খড়মভিয়া গাত্রোধান করত চক্ষের জল মুচিলেন এবং তটস্থ হইয়া শয্যার পার্শ্বে ঘাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৈদ্যকে আনয়ন করিব”? “বৈদ্য নহে, ঔষধ আন”। “এখানে দুইটা বোতল আছে কোনটা দিব, ভূমের ঔষধ দিব”?—“না না ঐ আর একটা বোতল দেখ”? সারা বোতল তুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন এবং কহিলেন এ ঔষধ খাইবার এখন ও সময় হয় নাই। “তোরা এত কথার কাব নাই আমাকে বোতলটা দে”। সারা অঙ্গুলি পুটে কাতরোক্তিতে “কিন্তু” করিয়া কহিলেন “কনকাল বিলম্ব করায় আমার ঔষধ খাওয়া আর বিধ পান করা দুই সমান”। ট্রিভটনের গৃহিণীর দুই চক্ষু হইতে তখন যেন অশ্রুক্ষুলিজ নির্গত হইতে লাগিল, দুই কপোল লোভিত বর্ণ হইল, সক্রোধে হস্ত উত্তোলন করত আজ্ঞার মিলিত করিলেন—বোতলের ছিপি খুলিয়া আমাকে দেখ, আজি মরি কি সন্তাহান্তর মরি আমার পক্ষে দুই সমান এখন একটুকু বসের প্রয়োজন”। সারা

মুখে কাহুতি করে বলিতে লাগিলেন “না না ও বোতলটা নহে,” এদিকে কতীর নিকটকারে ভীত হইয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া বোতল বাড়াইয়া দিলেন এবং বলিলেন এখন ও দুই মাত্রা আন, একটু কাস্ত হউন আমি একটা পাত্র আনি। তিনিও যেমন পাত্র আনয়ন করিতে মুখ কিরাইলেন তাঁহার কতী এক ছুরকে ঔষধ নিঃশেষ করিলেন। সারা তদুপে চীংকারশ্রুতি কবিত্তে করিতে দরাস্তিমুখে দৌড়িয়া গেলেন এবং কহিতে লাগিলেন সকলশ কবলে গো কতী আত্মহতিনী হলেন। ট্রিভটনের গৃহিণী সক্রোধে উদ্ভেষ্টে অরুণাগ করিতে লাগিলেন,—এখনি এদিকে আইস গোটা কতক আবে: বাবিস আনিয়া আমাকে তুলিয়া পর—এখন ও পথান্ত আমার খাল আছে, শ্রাস থাকিতে আমার বাটতে আমার আত্মা কেই উল্লঙ্ঘন কবিত্তে পারবে না। সারা কি করে ফিরিয়া আইল এবং বাবিস আনিয়া কতীর শীরে ও পুটে দিল। কতী জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, “দুই কি দ্বার উল্ঘাটন কবিয়াছিস। “না”—“দেখ তোকে আমি ভূয়োভূয় নিষেধ করিতেছি আমার আত্মা তির দাব কখন উল্ঘাটন করিস না, এক কর্ম কর, ঐ সম্মুখে কাঠাপারে লেখনি মস্তাধার ও কাগজের বাক আছে আনয়ন কর। সারা নির্দেশিত স্থানে ঘাইয়া লিখিবার সামগ্রী তাবৎ বাহির করিলেন—মনের মধ্যে বুঝি কি সন্দেহ হইল তাই জিজ্ঞাসা করিলেন—লিখিবার আয়োজন এখন কেন। কতী উত্তর করিলেন দুই লইয়া আয় দেখবি এখন। একটি তক্তা পাত্র লিখিবার কাগজ চন্দ্র-নির্মিত লিখিবার কলক শুদ্ধ গৃহিণীর হাতের উপর স্থাপন করিলেন, এবং তৎসমিধান লেখনী ও মস্তাধার ও রাখিলেন। হস্ত পদাদি একে রোম্বে অবসর, তাহাতে আবার বুদ্ধির চকলতা এ অবস্থার সহজে মনের ভাব লিখিয়া প্রকাশ করা সুসাধ্য নহে, কতী লিখিবার আয়োজন সম্মুখে দেখিয়া কতক নিস্তক হইয়া রহিলেন, দুই একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন এবং

নিশ্চয় পরিচিত করিলেন, তৎপরে লেখনী ধারণ করিয়া পরিচারিকাকে ডাকিয়া কহিলেন “লেখকোঁ মিসেসি”। সারা আপনাকে টুকুটীলন করিয়া প্রতিপদ উদ্বিগ্ন চিত্তে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন আশ্চর্য্যে আশ্চর্য্য এই কর্মকাণ্ড কথায় লিখিত হইল, “সদীয়ে আমি প্রিয়তম কামিনী গির্জা নাইকব প্রচরণে” সারা মৃত প্রায় হইয়া কৃতজ্ঞলিপিতে নিমতি করিতে লাগিলেন, “এমন কর্ম কহিবেন না কহীকে কিছু লিখিবেন না” এই বলিয়া গৃহিণীর হস্ত ধারণ করিলেন, কিন্তু কতী কোপপ্রজ্বলিত নয়নে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হাত ছাড়িয়া দিলেন। গৃহিণী লিখিতে লাগিলেন, লিখিতে হাত শুল হইল শেষ অক্ষর শুনি এক কালীন মসি দাবা পুতিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ হইল। গৃহিণী কণ্ঠে নিস্তর হইয়া পুতলিকা প্রায় চ হিয়া রুজিলেন। সারা এই অবসরে প্রায় নত করিয়া পুনরায় কৃতজ্ঞলিপিতে বসিত বচনে কহিতে লাগিলেন, আপনি কান্দ হউন, যদি মুখে বলিতে পারেন নাই ত লিখিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই আমার অদৃষ্টে যা হইবার তাই হইবে, আমি যদি এককলি এ যন্ত্রণা সহ করিতে পারিয়াছি তৌ আর কটা দিন ও সহ করিতে পারিব, একখা আমাদিগের উভয়ের কেনস সত্তর সাধি হউক, এজগতে যেন আর কেহ জন্মিতে না পারে। কতী উত্তর কহিলেন, দেখে এ কথা আর অপ্রকাশ রাখা কর্তব্য নহে, আমার সামিকে জ্ঞাত করা আবশ্যক, আমি একবার বলিতে নিয়াছিলাম, কিন্তু তখন সাহস হয় নাই। আমার পরলোক প্রাপ্তির পর কে তুমি বলিবে আমি নারসে বিবাহ হয় না একটা লেখনী রাখা আমাকে। এক কর্ম কহি লেখনী লও, আমার দৃষ্টি কী হইতেছে, আমি যাহা বলি তাই লিখ। সারা কতীর আজ্ঞাশ্রম লেখী ঘুরে আউক শব্দ আর আশ্রয় বস্ত্র ছাড়া আপনাকে আর আশ্রয়ন করিয়া জীবন কহিতে লাগিলেন, “তুমি বসিবে গৃহিণী উজ্জ্বল হইতে লাগিলেন, কহে আমার বিবাহ অবধি

নার কলি আম করি নাই” তৌমটিক শব্দ আর সর্বাঙ্গের নার নিজে তার দেখা হইল, আমি একখা মরি তুমি আমাকে লেখ কথায় রাখিবে না? আর বাতুল আমার দিকে চাহিয়া কহে, এবং শোনি। আমার কথা যদি না শুনিব তৌমটীর পক্ষে বড় বিপর। একখা অবাঞ্ছিত থাকিতে আমি কহয়েও মুখ থাকিতে পারিব না। আমি মরিলে ও তোমার নিকট আনিব। সারা এই কথা শ্রবণ মাত্র আতকে চীৎকার ধ্বনি করত চমকিয়া উঠিলেন, “ওগো কিবল, তোমার কথায় যে আমাকে লেখা হইবে”। এদিকে উভয়ের শুনে ট্রিট নৈর গৃহিণী বিস্মল হইতে লাগিলেন, অস্থির হইয়া ঠক ঘূর্ণায়মান কহিতে লাগিলেন এবং শব্দাকটকের আয় এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন; পরে এক নাটক হইতে জুই এক বচন বলিতে লাগিলেন, এবং রক্তচুম্বী হইতে প্রস্থান কালীন মওকীর্ণা যেকন কর্মকদিগের পানে চাওয়া হইতে লাগিলেন কবিত সাধন করে সেই মত ভজিনা ধারকবকিলাম এবং মওকীর শব্দ হস্ত প্রসারণ করিয়া কহিলেন, শেলখ। সারা কি করেন, তরে আউষ্ট প্রায় হইয়া বিস্মল হেতন কতীর আজ্ঞা প্রমাণ লেখনী রাখা করিলেন, কিন্তু অন্যমনস্ক হইয়া আর এক চিত্তা করিতেছিল “কবিত হইতে উদ্বিগ্ন তোমার কাছে আসিবে” এই কথা তাহার মনে বদারক প্রাণকক ছিল এবং উবহাই শ্রবণ করিয়া কম্পিত হইলেন হইয়াছিল। আতপক ট্রিট নৈর গৃহিণী দেখিলেন যে উভয়ের প্রতিচর প্রাণ বিকল হইয়াছে। অর্থাৎ একেবারে অবিজ্ঞান এই ভয়ে প্রথমে প্রাণের স্রবণ সেরন করিলেন কহিতে বিশেষ উপকার দর্শিতে অন্য একটা ব্যক্তি তথা লইয়া একটা কৃতপোষ্যে চলিয়া তথাকাল লগাটী বাজনা করিতে বিকীরের কিকিং উপায় দ্বারা কহিলেন, মুরক শক্তি পুনরায় সমুদিত হইতে লাগিল। তখন সারার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, “এমন কাহা বলি তোমার প্রথম প্রাণের কী মনে বজবজ তাবধ কহা প্রাণের কহিতে লাগিলেন, সারা কহিতে ২ লিখিলেন এবং

সিদ্ধি হইতে ভীত হইতে বাস্তবায়ন অনর্পণ  
 বিমর্শিত হইতে লাগিল। মধ্যে ভীতির কঠিন নিঃসৃত  
 কাতরোক্তি নিঃসৃত ও পরিতাপ সূচক কীর্তিও প্রসূত  
 হইল। কাগজের টারি শূন্য প্রায় সমস্ত পূর্ণ হইল  
 গৃহিনী তদন্তে স্থগিত হইলেন এবং কাগজ লইয়া  
 আশ্রয়পাশ্বে দৃষ্টি করত নিম্নে অর্পণ নাম স্বাক্ষর  
 করিলেন। ক্রমে সেবিত উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শরীরে  
 পরিবাস্ত হওয়াতে পুনরায় বিমর্শিত হইবার উপ-  
 ক্ষয় হইল। স্বখণ্ডে রক্তিমাবর্ণ হইয়া উঠিল, বাক্য  
 অক্ষয় ও ক্ষয়িত হইতে লাগিল। পরিচালিকা  
 হস্ত লেখনী দিয়া কহিলেন, “তুমি আপনার নাম  
 নীচে সাক্ষী স্বরূপে লেখ—মামা আমি বা আপন  
 ঘাড়ে সমস্ত দোষ কেন লইব, সাক্ষী নহে সহ-  
 যোগী লেখ”। পরিচালিকা কি করে আশ্চর্য আ-  
 দেশ অত্যাচারে নাম স্বাক্ষর করিল। তখন গৃহিনী  
 পুনরায় কহিলেন “আমার পরলোক গমনের  
 পূর্বে এই পত্র তোমার হস্তে অর্পণ করি এবং  
 তিনি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন অবিকল  
 বর্ণনা যাহা জানিস তাই বলিস, মনে করিস যেন  
 পরলোকে তোর বিচার হইবে”। সারা কৃতজ্ঞা-  
 পুটে কত্রীর প্রতি কটাক্ষ করত সাক্ষী অবলম্বন  
 করিয়া দৃঢ়তর কহিলেন, “কি বলিব আমি পাঁচ-  
 চারিণী না হইলে ইচ্ছা হয় তোমাকে তুলিয়া তোমার  
 শরণায় অশ্রয় করি”। “সে কথা থাকুক এখন  
 তুমি স্বীকার কর আমার মৃত্যুর পর তোমার প্রভুর  
 হস্তে এই কাগজ দিবে, না তোমার কথায় আমার  
 প্রতিজ্ঞা হয় না, তোমাকে শপথ করিতে হইবে, ঐ  
 ধর্ম পুস্তক খান, আমি তুমি শপথ না করিলে আমি  
 কবরস্থ হইব” ইত্যে পারিষদী আমাকে আবার  
 সেখান থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতে  
 হইবে”। শেষোক্ত তর্য্য অন্তর্দ্বন্দ্বের পর কত্রী ইনিয়া  
 উত্তরিলেন। পরিচালিকা কাগজে কাগজে ধর্ম পু-  
 স্তক অর্পণ করিলেন। গৃহিনী ধর্ম পুস্তক লে-  
 খিয়া কহিল “এই পুস্তক না আমাদের বাটীর যাজক  
 মধ্যে রাখেন,—লোকটি বড় মন্দ নম, ইতিমধ্যে  
 একদিন আমাকে সাক্ষী করিতে করিতে বলিতে-

ছিলেন, এখন সে অস্ত্রিকাল উপস্থিত, কাগজের  
 হিত বিরোধ নাই”। “আমি কি উত্তর দিলাম  
 জানিস, আমি বলিলাম, এক জন চাকর আমার  
 সকলের সহিত প্রতি প্রতি আছে। সে এক জন কে  
 মিস্ত্রী”। সারা উত্তর করিল “প্রভুর জ্ঞাত আপ-  
 নার দেব—এমন কথার করিবেন না, এমন  
 কাগজ সহিত আইনজ্ঞান রাখা করুন”। কত্রী  
 কহিলেন, “যাজকও ঐ কথা কহিয়াছিলেন, তিনিও  
 বলিয়া ছিলেন তাই আমি আপনাকে কহিলাম, এখন  
 সকল দোষ মার্জনা করি উচিত”। “আমি তাহাতে  
 উত্তর করিলাম, সকলের দোষ মার্জনা কবিত্তে  
 পারি দেবের যে দোষ তাহা এতদূর হইতে অগণিত  
 হইবার নহে। ঐ কথা আমি যাজক কহিলেন,  
 কত্রীর অনুতাপ না করিলে তোমার মন পবিত্র  
 হইবেক না, আমি আবাব কিরে অসিত্তি”। “কি  
 বল যাজক পুনরায় আসিলেও আসিতে পারেন”।  
 এই অবসরে সারা ধর্ম পুস্তকখানি আস্তে আস্তে  
 স্থানান্তর করিতেছিলেন, কত্রী তদন্তে স্বীয় স্বা-  
 ভাবিক উগ্রভাব ব্যক্তি করত কোণ দৃষ্টে সারার  
 এক হস্ত ধারণা ধর্ম পুস্তকে উপর রাখিলেন  
 অপর হস্ত দ্বারা আপনার শরীরে আশ্রয় উত্তোলন  
 করিয়া পূর্ক লিপিত পত্রখানি অঙ্গসন্ধান করিতে  
 লাগিলেন, পত্রখানি পাঠিয়া যেন উদ্বিগ্ন হইল  
 এই ভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।  
 অবশেষে কহিলেন, “আমি এখন পর্য্যন্ত এত অ-  
 জান হই নাই যে তোমার কোণে ছিল, তোমা-  
 কে শপথ করিতে হইবেক, তোমার কথার উপর  
 আমি আর নির্ভর করিতে পারি না। ভাল নত কর,  
 ধর্ম পুস্তক লও, জানিও আমার এই শেষ আজ্ঞা,  
 লক্ষন করিতে সাহস হয় করিও”। সারা প্রায় শেষ  
 চারিদিক নিস্তব্ধ জন মনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই, বস্ত্র-  
 কার দীপ্তি ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইয়া আসিতেছিল, মন্দ  
 মন্দ প্রভাত সমীরণ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল,  
 শব্দের মধ্যে কেবল সামনের তরঙ্গের শব্দ এক এক-  
 বার স্পষ্ট পঙ্খকট হইতেছিল। এই কালে ট্রা-  
 নের দুই-এক গৃহিনী শব্দ হইতে এক

কহিতেছিলেন, “শপথ কর,” চরমত। বশত এক  
বদ উহার বাক্য। এম হইতেছিল, আবার অনেক  
পরে পুনরায় সেই আদেশ করিতেছিলেন অবশেষে  
কিঞ্চিৎ বল পাঠিয়া কহিলেন, “শপথ কর যে আমার  
মৃত্যুর পর তুমি এই লেখি নষ্ট করিবে না।” সারা এই  
কালে দেখিলেন মৃদু কত্রী স্বীয় চরম উহার হস্তের  
উপর চরম উত্তোলন করিয়া দুইবার কি একবার  
উহার মুখে দিকে প্রসারণ করিয়া শব্দ করি-  
লেন। অবশেষে উহার হস্ত পুনরায় ধারণ করিলেন  
সামান্যত্ব হবে কহিলেন, “আমি শপথ করিলাম।”  
কত্রী কেবল এই কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া পুনরায়  
অনুরোধ করিলেন, দিব্যকর যে আমার মৃত্যুর  
পর যদি তুমি একটি চরম তাৎপরে এ লেখি যা-  
নি নষ্ট করিবে না। সারা কখনকাল নিশ্চয় থাকিয়া  
কিঞ্চিৎ তাৎপরে তাৎপরে কহিলেন, “আজ্ঞা  
না আমি শপথ করিলাম।” কিন্তু ইচ্ছা তাৎপরে না হ-  
ইয়া কত্রী পুনরায় কহিলেন, “আমি বলি যে— কি  
অবশেষে কথ্য সৃষ্টি হইল ন। অবশেষে হইয়া গেল,  
মুখস্থ কথ্য অবশেষে ধারণ কবিল উত্তোলিত হস্তের  
অঙ্গুলি। বাক্য হইতে লাগিল, কিছু কথ্য হস্ত  
ঔষধ আবার দিকে দাব্য প্রসারিত হইয়াতে  
সব তখন দ্বিগুণে পারিলেন যে পুনরায় সেই  
ঔষধ আদেশ করিতেছেন। তাহাতে কহিলেন আর  
কি আপনি সে ভগ্ন বাখিয়াছেন, যাৎ ছিল তাৎ  
এ পান করিলেন এবং কেবল সেই মিত্রার ঔষধ  
আজ্ঞে আমি তাৎ কহাকে ডাকি। এই কথা বলিয়া  
দ্বিগুণ দিকে গমনে দাত হইলেন, কিন্তু কত্রীর কোণ  
দৃষ্টি দেখিয়া চমকিত হইলেন, চিত্রিতের ন্যায়  
দণ্ডায়মান বহিলেন। মৃদু নারীও ঔষধ কণি-  
তেছিল, বিবেচনা করিলেন কোন কথা বুঝি বলি-  
তেছেন, এই ভাবিয়া নিজ কর্ণ কত্রীর ওষ্ঠের সহিত  
সংলগ্ন করিলেন, কিন্তু স্থানের শব্দ ভিন্ন কোন কথা  
শ্রুতিতে পাইলেন না, ক্রমে দুই এক অপ্রস্তুত  
কথা বিনির্গত হইতে লাগিল, অবশেষে কেবল এই  
কথা শ্রুতিলেন যে “সারো সঠিকই হই আমার আর  
কথা বলিবার আছে।” কিন্তু মুখের কথা

মুখেই বহিল, বাক্য নিঃসরণ হইল না, ক্রমে সর্বাঙ্গ  
স্পন্দন হইয়া আসিল। সারা এক লক্ষ হার উ-  
দ্বাটন করিয়া পরিজনদিগের ডাকিতে লাগিলেন  
আবার দেড়িয়া আসিয়া লয় কহিতে লিখিত কণ্ঠ  
খানি লইয়া প্রাণপনে আপন বক্ষস্থলে পরিধেয় ব-  
স্ত্রের নীচে রাখিলেন। কত্রী মৃতপ্রায়, কিন্তু তখনও  
প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। সারা যখন পত্র তুলিয়া লই-  
লেন এবং সেই পত্র আপন পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে  
রাখিলেন ততাকত্রী দেখিয়া উহার প্রতি এক দৃষ্টি  
কটাক্ষ কবত মুখ ভঙ্গিয়ার দ্বারা কোণ ও বিরক্ত  
প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কহেন বাক্য হীন, কোন  
কথা বিনির্গত মানার্থ্য নাই। অবশেষে মৃদু দ্বিগুণ  
হইল সর্বাঙ্গ শব্দ ও স্পন্দন হইল চরম মৃত্যু  
হইয়া আসিল ওষ্ঠ দ্বয় বিভিন্ন হইল, প্রাণ বিয়োগ  
হইল। ইতোমধ্যে সারার শব্দ শ্রুতিয়া চিকিৎস-  
ক ও একজন দ্বিগুণ একটি ভ্রাতা সম ভ্রাতারে  
গুরুত্ব গৃহ প্রবেশ করিল। চিকিৎসক তাড়াতাড়ি  
মৃত্যুর পার্শ্বে যাওয়া দেখিলেন যে তাহার কাণ  
আর নাই, মিরবা ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিলেন শীঘ্র  
তোমার প্রভুকে বল যে তিনি যেন গৃহ হইতে বহি-  
গমন না হন আমি আসিতেছি। গৃহ মধ্যে এতলোক  
আইল, কিন্তু সারা তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত  
করিলেন না, পুঞ্জলিবার ন্যায় আপনি এক পার্শ্বে  
দাড়াইয়া বহিলেন। দ্বিগুণ শব্দের আক্ষয়িক বস্ত্র তু-  
নিয়া দেখিবার বিকটাকার দেখিয়া সিঁহরিয়া উঠি-  
লেন, তাৎপরে চিকিৎসকের প্রতি চাহিয়া সারার দিকে  
অঙ্গুলি দশাইয়া কহিল, এর এ ঘরে আর থাকিবার  
প্রয়োজন কি, যে প্রকার দেখিতেছি ইনি, যেন এ-  
কেবলে মৃতকল্প হইয়াছেন। বৈদ্য তাহার কথার  
পোষকতা করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ নি-  
তান্ত্র অসঙ্গত নহে। তাৎপরে সারার স্বদেশ স্পর্শ  
করিয়া কহিলেন, “দেখ তুমি এখন একটুকু অন্যত্র  
যাও।” সারা গাঙ্গপাশ হইবার একেবারে  
চমকিত হইয়া উঠিলেন, গুরুত্ব আপনার স্বদেশের  
কাগজ অঙ্গের করিতে লাগিলেন, কাগজ স্পর্শ  
করিবামাত্র ননের স্পন্দন দ্বয় হইল, তাড়াতাড়ি





কিছুকাল পরেই বৈবাহিক জীবনের পন্থা অনু-  
সরণ করিয়া উভয়ে জীবিত পারিলেন যে এত  
কিছুকাল চান্দ্রমণ্ডল অপারক যে মস্তিষ্ক হার শান্তি  
কিন্তু তাই হইতে পারে।

সম্রাট হুয়ান্গুও অতি দয়ালু, সন্তোষ প্রাপ্ত। তাহার  
স্বভাবের মত এমন ইচ্ছা নাই, কি করিলে মনে  
কিন্তু কৃত্রিম, কিন্তু কার্যক্রমে এই আত্ম  
প্রকাশের কৌশল প্রকাশভাবে মস্তিষ্কে ইচ্ছিত  
হইয়া প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। মস্তিষ্ক  
কিন্তু প্রকাশের মা করিয়া মনে কতিপয় হইয়া  
কিন্তু প্রকাশের কৌশল করিলেন। মনের পীড়ার  
সম্রাট হুয়ান্গুও কহিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া  
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ  
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা  
ত্যাগ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং  
মস্তিষ্ক ও হৃদয় মনস্ক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র  
একে আশ্রয় করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-  
লেন, তাহারাও তত্ক্ষণে বাদশাহকে কাৰ্যা-  
গুরুত্ব দৃষ্টতা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক  
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক  
রাজ্য হুয়ান্গুওর রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ  
হিস, ক্রীড়া কোর্স বা সেবন আমোদ প্রমোদ  
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর  
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাতন  
কৌশলমাত্রেয় সহিত তাহানিষ্ঠের কথোপকথন  
আলাপ পরিচর একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু  
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবৎ তাহা  
কিছুর বিস্তারিত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমের  
রাজধানীর উপস্থিত দুইজন্য তার রাজ্য জা-  
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার ক্ষমতা উপায়ের কথা  
অবগু করিয়া সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর  
করিলেন না।

এইরূপে মস্তিষ্ক হুয়ান্গুওর মস্তিষ্ক মনস্ক  
কিন্তু প্রকাশের কৌশল করিয়া প্রকাশের মা করিয়া  
কিন্তু প্রকাশের কৌশল করিলেন। মনের পীড়ার  
সম্রাট হুয়ান্গুও কহিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া  
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ  
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা  
ত্যাগ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং  
মস্তিষ্ক ও হৃদয় মনস্ক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র  
একে আশ্রয় করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-  
লেন, তাহারাও তত্ক্ষণে বাদশাহকে কাৰ্যা-  
গুরুত্ব দৃষ্টতা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক  
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক  
রাজ্য হুয়ান্গুওর রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ  
হিস, ক্রীড়া কোর্স বা সেবন আমোদ প্রমোদ  
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর  
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাতন  
কৌশলমাত্রেয় সহিত তাহানিষ্ঠের কথোপকথন  
আলাপ পরিচর একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু  
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবৎ তাহা  
কিছুর বিস্তারিত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমের  
রাজধানীর উপস্থিত দুইজন্য তার রাজ্য জা-  
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার ক্ষমতা উপায়ের কথা  
অবগু করিয়া সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর  
করিলেন না।

নবম দিবসে আমার মানব লীলা সম্বন্ধে হইবে।  
রাজ্যের পশ্চিম ও পূর্বাংশের ক্রোধামল মিলান  
করা আমার প্রথম ভিত্তি আর অন্য উপায় নাই।  
আরো অতি খেদে কহিলেন, তুই বৎসর কাল অতি  
তুচ্ছতর তুচ্ছ শাস্তি রক্ষক সকল অপারিসীম পরি-  
শ্রম ও ব্যয় দ্বারা যে তুচ্ছ তুচ্ছ প্রকাশ করণে অ-  
সমর্থ হইয়াছেন অষ্টাহকাল মধ্যে আমি তাহার  
কি করিব। মন্ত্র দ্বারা ধূলীকে সর্গ করা ও মনুষ্যকে  
অমর করা তা সাধ্য বলিলে হয়। কোমলাঙ্গি ক  
আ-  
রি তুচ্ছতা মনস্ক হইলেন। মিতাঃ উপা-  
কিছু নাই? রাজত্বের কৌশল এমন আত্মীয়  
সন্তন কেহ নাই বদ্বারা সম্রাটের এই অসমত আত্মা  
পরিবর্তন হইতে পারে। তাহা বলিলেন, আ-  
মার ভ্রাতা পাদিনাহ সাহেবের ক্ষমতা অনেক  
আছে, তিনি এই রাজ্যের অমর্য্য করিলে করিতে  
পাবেন।

হাসান ইকান্দ অসমর্থ প্রকাশ করত উভয়কে  
নিরস্ত করিয়া কহিলেন। সে প্রিয়তমে রাজ্য  
যদি আমার পদাভিষিক্ত কামচারিদিগের শাসন  
করিবার মনসে এই আত্মা দিয়া থাকেন তুমি  
কি মনে কর কোন পাণ্ডার কথা তুমি নিরস্ত  
হইবেন? এই কথোপকথনান্তর সকলেই কথ-  
কাল চিন্তায় মগ্ন হইয়া সৌম্যবুদ্ধি করিয়া  
রহিলেন। অবশেষে বিচার মস্তিষ্ক তাহার মনে  
একটা ভাব উদয় হওয়াতে মন ব্যস্তামীর  
কণ্ঠস্থ হইতে দুই এক কথা কহিয়া শেষে বাক্য করি-  
লেন যে অমর এক ব্যক্তির মিতাঃ এককালে  
বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন এবং তিনি কী-  
কার করিয়াছিলেন। সে অমর্য্য রাজ্যের পরি-  
লে তাহার উপায় চেষ্টা করিলেন। পশ্চিম বাক্য  
শেষ না হইতে হুয়ান্গুওর মস্তিষ্ক মনস্ক  
কিন্তু প্রকাশের কৌশল করিয়া প্রকাশের মা করিয়া  
কিন্তু প্রকাশের কৌশল করিলেন। মনের পীড়ার  
সম্রাট হুয়ান্গুও কহিলেন, কিন্তু উপায়ান্তর না দেখিয়া  
অতিশয় বিষাদে মগ্ন হইলেন। সম্রাট নিজের বড় ভ্রাতৃ  
হইলেন না, তিনিও বিষাদে মগ্ন হইয়া রাজ সভা  
ত্যাগ করত নিজ পুরি মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং  
মস্তিষ্ক ও হৃদয় মনস্ক দুই প্রিয়তম রাজপুত্র  
একে আশ্রয় করিয়া তাহা বৃত্তান্ত অবগত করি-  
লেন, তাহারাও তত্ক্ষণে বাদশাহকে কাৰ্যা-  
গুরুত্ব দৃষ্টতা প্রকাশ আদেশক বলিয়া অনেক  
সামান্য করিলেন। দেশের রাজনীতি অনুযায়িক  
রাজ্য হুয়ান্গুওর রাজবাটীর বহির্গত হওয়া নিষেধ  
হিস, ক্রীড়া কোর্স বা সেবন আমোদ প্রমোদ  
রাজপুরি ও তৎসংগত পুশোদ্যানের মধ্যে যতদূর  
পর্যন্ত সাধ্য তাহাই করা আদেশ। পুরাতন  
কৌশলমাত্রেয় সহিত তাহানিষ্ঠের কথোপকথন  
আলাপ পরিচর একেবারে বারণ ছিল। কিন্তু  
বাক্য মধ্যে যখন যে ঘটনা হইত ততাবৎ তাহা  
কিছুর বিস্তারিত করা হইত ততরাং ক্রমক্রমের  
রাজধানীর উপস্থিত দুইজন্য তার রাজ্য জা-  
নিতেন এবং তৎপ্রতীকার ক্ষমতা উপায়ের কথা  
অবগু করিয়া সন্তোষ প্রকাশ না করিয়া উপায়ান্তর  
করিলেন না।





२. क.प्र. वि. १

[illegible][illegible]



गङ्गा-प्रवाहः ।

[illegible][illegible]

未刊本

[illegible][illegible]

[illegible]

সহিত সাক্ষ্যই প্রকৃত কথিব। সে বাবা হইলে আর  
মার আর শেলেন কখনো আর। অ.মি. ৩ কখনো আর  
সকি হইলেন একগে কখনো আর। হইবে আর  
কি অকালে বা বাওনা হইবে আর। বহুক। জুকস  
কহিলেন, বাবার কালবিলম্ব হই, এখনই গমন ক-  
লিত হইবে, আর গমন উপায় ঘটনা প্রকমে উপ-  
স্থিত হইতে হইবে। কখন যাইবেক। এত কথা বলিয়া  
অবশিষ্ট যদিও পান করিল। বিজ্ঞানালয়ের প্রাণ-  
নাক দিয়া তিন জনে একত্রে বসিষ্ঠ হইলেন  
ক্রমশঃ প্রকাশ।

উকীল ঘটক।

এক জন সুবিশাল ধনাঢ্য ব্যক্তি তৎপরিচিত  
একজন বৃদ্ধের বয়স বাড়ানোর চেষ্টা করে। ধনা-  
ঢ্যের একটি সুকণা বিনাহ বোপা কন্যা ছিল কিন্তু  
ধনশালি উপযুক্ত পাত্র জাবে বিবাহ হয় না।  
উপরক্ত প্রতিবন্ধি-দর্শক কন্যার কণা লাভের  
নামিত করিয়া জমির ভাইয়া ছিলেন। সন্তোষ  
মনস্কামনা সিদ্ধ হয় এমন উপায় না দেখিয়া এক  
জন পরিচিত উকীলকে সাবশেষে কহিয়া বাহ্যে  
করেন যে যদি তিনি কন্যার পিতাকে উহার  
হইয়া দুই এক কণা করেন তাহা হইলে তাহাকে  
প্রাণদান করেন। উকীল অগত্যা সম্মত হইলেন।  
পর দিবসে কন্যার পিতার নিকট এই কথা কহিলেন  
পম কন্যার পিতার কন্যার পিতা কহিলেন কন্যার  
পিতার বিবাহ করিয়া উকীল বলিলেন, সে  
কথা আমি জানি না। তাহা বলি। পিতার বি-  
বাহিত না করি হইলে তাহাকে কহিলেন, হইলে বাস  
যে উকীল কহা কর, সমস্ত পিতা হইয়া কি না  
কহিলেন, সমস্ত পিতা হইয়া কহা কর।  
উকীল উকীল কহিলেন, আমি কহি কহি  
কহিলেন, আমি কহি কহি কহিলেন, আমি কহি কহি



গার্ভসেবন

নিখাস দাঁড়া মনোবৃত্তি কবির মনোবৃত্তি বায়ু  
জীবন প্রকাশের দ্বারা বহির্ভূত করিলেন যাব কোন  
কোনো কবির হয় না যেমন পবিত্রান কবির মনো  
কিয়া অসামান্য হইতে জ্ঞানবান করিয়া দিলে কিম্বা  
ইতিহাসাদি দ্বারা কবির জীবন বাস্তবের মৌলিক হয়  
না। কবির মনোবৃত্তি কবির বাস্তব শব্দ-বাহ্যে  
কটক যে কবির অধিক। এক একজন নিখাস প্রকাশ  
করে সে কবির মনোবৃত্তি ও তাঁর মনোবৃত্তি বিকল্প হয়  
সই বায়ু অধিক কবির মনোবৃত্তি অধিকার মনো  
বাহ্যে হইতে কবির মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি  
কবির মনোবৃত্তি হইতে কবির মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি  
তাঁর হইলে মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি  
এক পাঠে মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি  
কবির মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি  
মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি  
মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি  
মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি মনোবৃত্তি

১.   
 ২.   
 ৩.   
 ৪.   
 ৫.   
 ৬.   
 ৭.   
 ৮.   
 ৯.   
 ১০.   
 ১১.   
 ১২.   
 ১৩.   
 ১৪.   
 ১৫.   
 ১৬.   
 ১৭.   
 ১৮.   
 ১৯.   
 ২০.   
 ২১.   
 ২২.   
 ২৩.   
 ২৪.   
 ২৫.   
 ২৬.   
 ২৭.   
 ২৮.   
 ২৯.   
 ৩০.   
 ৩১.   
 ৩২.   
 ৩৩.   
 ৩৪.   
 ৩৫.   
 ৩৬.   
 ৩৭.   
 ৩৮.   
 ৩৯.   
 ৪০.   
 ৪১.   
 ৪২.   
 ৪৩.   
 ৪৪.   
 ৪৫.   
 ৪৬.   
 ৪৭.   
 ৪৮.   
 ৪৯.   
 ৫০.   
 ৫১.   
 ৫২.   
 ৫৩.   
 ৫৪.   
 ৫৫.   
 ৫৬.   
 ৫৭.   
 ৫৮.   
 ৫৯.   
 ৬০.   
 ৬১.   
 ৬২.   
 ৬৩.   
 ৬৪.   
 ৬৫.   
 ৬৬.   
 ৬৭.   
 ৬৮.   
 ৬৯.   
 ৭০.   
 ৭১.   
 ৭২.   
 ৭৩.   
 ৭৪.   
 ৭৫.   
 ৭৬.   
 ৭৭.   
 ৭৮.   
 ৭৯.   
 ৮০.   
 ৮১.   
 ৮২.   
 ৮৩.   
 ৮৪.   
 ৮৫.   
 ৮৬.   
 ৮৭.   
 ৮৮.   
 ৮৯.   
 ৯০.   
 ৯১.   
 ৯২.   
 ৯৩.   
 ৯৪.   
 ৯৫.   
 ৯৬.   
 ৯৭.   
 ৯৮.   
 ৯৯.   
 ১০০.

১৩  
 ১৪  
 ১৫  
 ১৬  
 ১৭  
 ১৮  
 ১৯  
 ২০  
 ২১  
 ২২  
 ২৩  
 ২৪  
 ২৫  
 ২৬  
 ২৭  
 ২৮  
 ২৯  
 ৩০  
 ৩১  
 ৩২  
 ৩৩  
 ৩৪  
 ৩৫  
 ৩৬  
 ৩৭  
 ৩৮  
 ৩৯  
 ৪০  
 ৪১  
 ৪২  
 ৪৩  
 ৪৪  
 ৪৫  
 ৪৬  
 ৪৭  
 ৪৮  
 ৪৯  
 ৫০  
 ৫১  
 ৫২  
 ৫৩  
 ৫৪  
 ৫৫  
 ৫৬  
 ৫৭  
 ৫৮  
 ৫৯  
 ৬০  
 ৬১  
 ৬২  
 ৬৩  
 ৬৪  
 ৬৫  
 ৬৬  
 ৬৭  
 ৬৮  
 ৬৯  
 ৭০  
 ৭১  
 ৭২  
 ৭৩  
 ৭৪  
 ৭৫  
 ৭৬  
 ৭৭  
 ৭৮  
 ৭৯  
 ৮০  
 ৮১  
 ৮২  
 ৮৩  
 ৮৪  
 ৮৫  
 ৮৬  
 ৮৭  
 ৮৮  
 ৮৯  
 ৯০  
 ৯১  
 ৯২  
 ৯৩  
 ৯৪  
 ৯৫  
 ৯৬  
 ৯৭  
 ৯৮  
 ৯৯  
 ১০০

[illegible]







